একচেটিয়া জয়ে নেতৃত্ব নিয়ে শঙ্কা শিক্ষার্থীদের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৭:২৩ | আপডেট: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৯:০১

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দিক থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বরাবরই একটু আলাদা। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা, নাট্যচর্চা এখানকার ঐতিহ্য। তবে জাকসু নির্বাচনে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদে ছাত্রশিবিরের জয়ে নেতৃত্ব নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেক শিক্ষার্থী। শিবিরের নেতৃত্ব নিয়ে আশার কথাও শুনিয়েছেন কেউ কেউ।

জাকসু নির্বাচনে ২৫ পদের মধ্যে ২০টিতে জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, নাট্য সম্পাদক এবং সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জয় পেয়েছেন তারা। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এসব বিষয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তারা কেউই জয় পাননি। তাই যোগ্য নেতৃত্ব নিয়ে শঙ্কা তাদের।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইজা মেহজাবিন প্রিয়ন্তী বলেন, ‘জাকসুর লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতি, শিক্ষা, গবেষণা, নাটকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব ও দীর্ঘদিন ধরে যারা এসব ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাদের তুলে আনা। কিন্তু প্রতিটি পদে শিবিরের প্রতিনিধিত্ব। সেই সুযোগ্য নেতৃত্ব তুলে আনতে আমরা ব্যর্থ বলেই মনে করছি।’

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রবিন বলেন, ‘ছাত্রশিবিরের একচেটিয়া জয়ে বিভিন্ন মহলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। যেমন ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক অঙ্গন কীভাবে পরিচালিত হবে। নারী শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে কিনা, প্রগতিশীল মহলের দাবিগুলো তারা কীভাবে দেখবে– এসব নিয়েও শিক্ষার্থীদের মাঝে শঙ্কা রয়েছে। তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।’ একই বিভাগের শিক্ষার্থী ও জিএস প্রার্থী আ র ক রাসেল বলেন, ‘শিবিরের অতীতের কার্যক্রম বিবেচনায় নিলে অবশ্যই শঙ্কার বিষয় থাকে। শিবির চট্টগ্রামে (১৯৮৯ সালে) নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করেছে, সরকার পতনের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে, চট্টগ্রামে নারী হেনস্তাকারীকে ফুলের মালা দিয়ে জেলগেটে বরণ করেছে। এসব ঘটনা বিবেচনায় শঙ্কা জাগে– তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা, নারী অধিকার নিয়ে এবং ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক গতিধারায় কোনো হস্তক্ষেপ করবে কিনা।’

তবে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার বলেন, ‘আমরা একটি ইনক্লুসিভ কেন্দ্রীয় সংসদ হবে বলে আশা করেছিলাম। শিবিরের একচেটিয়া জয়ে অখুশি হওয়ারও তেমন কোনো কারণ নেই। শিক্ষার্থীরা তাদের অন্যদের তুলনায়

যোগ্য মনে করায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। আশা করি, তারা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের জায়গা নষ্ট করবে না। সব বিশ্বাসের, ধর্মের, সব মূল্যবোধের মানুষ ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।'

জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ ইব্রাহিম বলেন, 'শিবিরের নেতৃত্বে জাকসু কেমন হবে, তা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। কারণ, অনেক দিন পর জাকসু হওয়ায় পরবর্তী সময়ে কী হবে না-হবে সবকিছু প্রায় অনিশ্চিত। নির্বাচিত প্রার্থীরা শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।'

নাট্য সম্পাদক, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের জয় প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে জিএস পদে বিজয়ী মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'আমরা মনে করি, আমাদের প্যানেলে সবাই যোগ্য বলেই নির্বাচিত হয়েছেন।'